*১। "সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেবের চরিত্র এর গুরুত্ব ও উপযোগিতা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দাও।*

সাজাহান নাটকে ঔরঙ্গজেবের অসামান্য ভূমিকার কথা পাঠক মাত্রেই অবহিত। এই নাটকের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র ঔরঙ্গজেব। চরিত্রটির সজীবসক্রিয়তার জন্য কোন কোন সমালোচক ঔরঙ্গজেবকে ' সাজাহান ' নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদা দিয়ে তাকেই নায়ক পদবীতে ভূষিত করতে চেয়েছিল। সেই সঙ্গে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, আলোচ্য নাটকটির নামকরন সাজাহানের নামে না হয়ে ঔরঙ্গজেবের নামে হওয়া উচিত ছিল। এই মত আমরা গ্রহণ করি বা না করি একথা মানতে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই যে, ঔরঙ্গজেব ' সাজাহান ' নাটকের গুরুত্বপূর্ন এক প্রধান চরিত্র। সমগ্র নাটকে এই চরিত্রটির অবাধ যাতায়াত ঘটেছে। সবরকম নাটকীয় ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের প্রধান প্রধান কেন্দ্রবিন্দুগুলিতে ঔরঙ্গজেবের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপস্থিতি এবং প্রভাব আমরা লক্ষ্য করতে পারি। সবরকম বড় নাটকীয় সংঘাতে একটা পক্ষ বা প্রতিপক্ষ রূপে ঔরঙ্গজেবকে আমরা এ নাটকে পাই। ঘটনাগত পরিণামের বিচারে বারবার তাকেই জয়ী হতে দেখি। নাটকের সমাপ্তি লগ্নে অধিকাংশ প্রধান চরিত্র গুলিকে ছলে বলে কৌশলে ঔরঙ্গজেব তাঁর পক্ষে টেনে আনতে সক্ষম হয়েছেন। এই সব বিচারের মাধ্যমে আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, ' সাজাহান ' নাটকে ঔরঙ্গজেবের স্থান খুবই উচুঁতে এবং এ নাটকে তার প্রভাব গভীর এবং ব্যাপ্ত। এই চরিত্রের গুরুত্ব নিয়ে তাই দ্বিমত হওয়ার কোনো অবকাশ নেই।

ঔরঙ্গজেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করলে তাঁর মধ্যে একাধিক উপাদানের সমন্বয় আমরা উপলব্ধি করতে পারি। বাহুবলে ঔরঙ্গজেব ছিলেন অসাধারণ বলীয়ান। বুদ্ধিবলেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাহুবলে এবং বুদ্ধিবলে মনিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল তার চরিত্রে। তুলনায় বাহুর চেয়ে তাঁর বুদ্ধির গতিছিল দুরন্ত। আশ্চর্য কৌশলী ছিলেন তিনি। কৌশলের সাহায্যেই নর্মদা যুদ্ধে তিনি জয়ী হয়েছিলেন। যশবন্ত সিংহের চল্লিশ হাজার মোঘল সৈন্যকে ধর্মের দোহাই দিয়ে বশ করে তিনি যুদ্ধে জিতেছিলেন। কার্যসিদ্ধির জন্য কেবল একটা উপায়ের উপর ঔরঙ্গজেব নির্ভর করতেন না। যতরকম উপায় আছে তা গভীরভাবে ভেবে দেখতেন। শেষে উপযুক্ত

উপায়টি বেছে নিতেন। মননিবেশনেও তাঁর অসাধারণ পারদর্শিতা। লোকচরিত্রে জ্ঞানও ছিল তার অপরিসীম।লোক চরিত্র বুঝতে তার ভুল হত না। যশবন্তকে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করার পর মহম্মদকে তিনি বলেছিলেন -"না মহম্মদআমাদের সৈন্য শিবির প্রদক্ষিণ করে যদি মহারাজের কিছু সান্ত্বনা হয় তো একবার কেন, তিনি দশবার প্রদক্ষিণ করুন না।" মন: সমীশনে ঔরঙ্গজেবের আণুবিক্ষণিক তীক্ষ্ণতা ছিল বলেই রাজনৈতিক সংকটের অক্টোপাশ আক্রমণ থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়ে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে দিল্লির দরবার দৃশ্যটির কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। কার্যসিদ্ধি বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কোনো ধরনের ছলনার আশ্রয় নিতে ঔরঙ্গজেব দ্বিধা করতে পারতেন না।"মারি ওরি পারি যে কৌশলে"নীতি তে তিনি ছিলেন বিশ্বাসী। উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কুটিলতা বা মিথ্যাচারিতাকে ঔরঙ্গজেব ছায়াসঙ্গী করে ছিলেন। রাজনৈতিক দক্ষতায় চারিত্রিক বিচার বিশ্লেষণে ঔরঙ্গজেবের ছিল অসামান্য দক্ষতা। তার প্রখর আত্মবিশ্বাস তাকে সমস্ত রকম জটিল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করেছে। অন্য যেকোনো মানুষের তুলনায় ঔরঙ্গজেবের চিন্তাস্রোত বরাবর অগ্রগামী থেকেছে। এই সব কারণে ' সাজাহান ' নাটকে এক একটি যুদ্ধ জয় করে মূল লক্ষ্যের দিকে অবিচল ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে আমরা দেখেছি।

ঔরঙ্গজেবের অভিধানে নীতিবোধ বলে কিছু ছিল না। ক্ষমতা, শক্তিমদমত্ততা , নিষ্ঠুরতা, হৃদয়হীনতা, অভিনয় দক্ষতা প্রভৃতির মূর্তিমান প্রতীক হলেন ঔরঙ্গজেব। তার সঙ্গে মিশেছিল বুদ্ধীসত্তা ,রণনীতি দক্ষতা, ধর্মপরায়নতা , রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, নেতৃত্ব ময়তা ও মানুষ চেনার ক্ষমতা। ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায় এই সব কারণে। ঔরঙ্গজেব আপন অধিকার প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলেন। নিজের বুদ্ধি ও আস্থায় অবিচল থেকে আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি ভাইদের হত্যা করেছিলেন। স্নেহময় পিতাকে বন্দী করেছিলেন। এমনকি নিজের পুত্র মহম্মদ কে অবিশ্বাস করেছিল। এমনই এক ক্রুর ও নিষ্ঠুর চরিত্রে পুরোপুরি শয়তানে পরিণত হওয়ার কথা। নাট্যকার কিন্তু এ নাটকে ঔরঙ্গজেবকে শয়তানের ছাঁচে ঢেলে গড়েননি। চরিত্রটিকে অনেকাংশে নাট্যকার মানবিক করেও তুলেছেন। দারাকে হত্যা করার পূর্বে ঔরঙ্গজেবের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য হলেও জাগ্রত হয়েছিল বিবেক , সেজন্য কিছুক্ষন তিনি দারা হত্যার পরিকল্পনা স্থগিত রেখেছিলেন। দিল্লির

সিংহাসন অধিগত হওয়ার পর ঔরঙ্গজেবের মধ্যে দেখা গেছে আত্মদহন। নি:সঙ্গতার বেদনায় তিনি পীড়িত হয়েছেন। তাঁর মনের ভেতর দ্বন্দ্বের ঝড় উঠেছে। ঔরঙ্গজেবের একাকীত্ব, নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতার বোধ বোঝানোর জন্য নাট্যকার এই চরিত্রের মুখে কিছু স্বগতোক্তি বসিয়েছেন। দিল্লির ঝটিকা সংকুল ঘন তমশাবৃত রাত্রি উত্তীর্ণ হওয়ার কালে ঔরঙ্গজেব করেছেন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। ঝড় ওঠার কথা তিনি বলেছেন। একটা নদী পার হয়ে আর একটা কল্লোলিত তরঙ্গ সংকুল নদী পার হওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। মাঝে মাঝে দোলাচলতায় তিনি আক্রান্ত হয়েছেন। বলেছেন -"ঔরঙ্গজেব এবার তোমার উত্থান বা পতন, পতন অসম্ভব উত্থান কী উপায়ে?" নাটকের পরিনতিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে বিবেকের শেষ শিখাটুকু জ্বালিয়ে রেখে নতজানু হয়ে পিতা সাজাহানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চেয়ে বলেছেন -" আমি পাপী ঘোরতর পাপী সেই পাপের প্রদাহে জ্বলে পুড়ে যাচ্ছি। দেখুন পিতা এই শীর্ণ দেহ, এই কোটরাগত চক্ষু, এই শুষ্ক পান্ডুর মুখ তার সাক্ষ দেবে।"সাজাহান' নাটকে এভাবেই শয়তান ঔরঙ্গজেবের ছায়া ফেলে নাট্যকার এ চরিত্রকে রক্তমাংসের সজীব চরিত্র করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন।

# ইতিহাসের নির্দেশ মেনে নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঔরঙ্গজেবকে যেমন ধর্মান্ধ করে এঁকেছেন, তেমনি আবার তাঁকে সংযমী করেও গড়েছেন। সারাজীবন সুরা ও পরনারী ঔরঙ্গজেব স্পর্শ করেনি। এই সংযম কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মনকে উদার করতে পারেনি। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি কপোটতা , শঠতা ও ক্রুচতা ওস্বেচ্ছাচারিতাকে দৃচভাবে আঁকড়ে থেকেছেন। ঔরঙ্গজেবের চরিত্রের এই জায়গাতেই তৈরি হয়েছে স্ববিরোধ। একই চরিত্রে বৈপরীত্যের এমন যুগল মিলন সচরাচর চোখে পড়ে না। এই প্রসঙ্গে ' সাজাহান ' নাটকে ঔরঙ্গজেব বিষয়ে দারা কন্যা জহরতের যে উক্তিটি আমরা পাই তা হল -" ভিতরে এত ক্রুর, বাইরে এত সরল, ভিতরে এত প্রবল বাইরে এত স্থির, ভিতরে এত বিষাক্ত, বাইরে এত মধুর।" জাহানারাও এ নাটকে জানিয়েছেন "ঔরঙ্গজেব সৌম্য, সাহায্য, মনোহর, পাষণ্ড।" এই চারিত্রিক বৈপরীত্যের জন্যই ' সাজাহান ' নাটকে ঔরঙ্গজেব পাঠকের মন কেড়েছেন বেশি। তার দুর্দান্ত দাপট, ব্যাঘ্রের হিংস্রতা, কপোটতা ক্রুরতা আমাদের মনে যেমন ভয়, ঘৃনা ও ক্রোধের উদ্রেক করে। তেমনই আবার অন্তর্দ্বন্দ্বেজর্জরিত, প্রকৃতির প্রতিশোধে বিপর্যস্ত, আপন হৃদয় এর কাছে পরাস্ত, কোটরাগত চক্ষু, পান্ডুর মুখে নতজানু

ঔরঙ্গজেব চিত্র আমাদের মনের ভেতর একটা বিস্ময় মিশ্রিত কারুন্যের অনুভবকেও জাগিয়েদেয়। ঔরঙ্গজেবের অন্যতম গুন হল অভিনয় ক্ষমতা। ঔরঙ্গজেব কপোট অভিনয় ও ছলনায় সম্রাট সাজাহানকে পর্যন্ত মুগ্ধ করেছে। পিতার বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য নিজের মাথার রাজমুকুট খুলে পদতলেরেখেছে । দুর্গদ্বার খুলে দিয়ে সজাহানকে মুক্তি দানের ইচ্ছা ব্যাক্ত করেছেন। ঔরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য তখন সিদ্ধ হয়েছে, যখন তার পিতা সাজাহান তাকে ক্ষমা করেছেন। আর শেষপর্যন্ত কপোটতার বিজয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে.

এই ঘটনা থেকে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে আলোচ্য নাটকে অন্যতম প্রধান চরিত্র ঔরঙ্গজেব বহুদূর পর্যন্ত তার প্রভাবের ছায়া বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। চরিত্রটিকে সরিয়ে নিলে ' সাজাহান ' নাটকের মূল দ্বন্দ্ব অবশ্যই বিঘ্নিত হয়। সেখানেই এই চরিত্রের গুরুত্ব ও উপযোগিতা। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, শঠতার প্রতিমূর্তি ঘৃণ্য, হিংস্র, কপোট, প্রতারণা, নিষ্ঠুর, খলনায়ক ঔরঙ্গজেব সম্পর্কে পাঠক চিত্তে ট্রাজিক কোনবোধের সৃষ্টি হয়না। তাই এ নাটকের অত্যুজ্জ্বল চরিত্র হওয়ার সত্বেও ঔরঙ্গজেব নায়ক বা কেন্দ্রীয় চরিত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পারেন না।

রঞ্জিত খোড়াই
-বিভাগীয় শিক্ষক
বাংলা বিভাগ, খেজুরী কলেজ